দৈনিক ইনকিলাব

APR. 30 2002

তারিখ ...
পৃঃ ... কলাম ...

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সন্ত্রাস রোধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে — প্রধানমন্ত্রী

বাসস ঃ প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বলেছেন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সন্ত্রাস ও হত্যাকাণ্ড রোধে বিভিন্ন কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে– যাতে করে বিগত আওয়ামী লীগ শাসন আমলের মতো ঘটনার পুনরাবৃত্তি না হয়।

সাতক্ষীরা জেলার কলারোয়া সরকারী কলেজে ২০০০ সালের ২ মার্চ এসএসসি পরীক্ষা চলাকালে নিহত একজন এসএসসি পরীক্ষার্থিনী, একজন শিক্ষিকা এবং দু'জন কলেজ ছাত্রের শোকাহত পরিবারের সদস্যরা গতকাল প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ন্যায়বিচার দাবী করলে তিনি এ কথা বলেন।

প্রধানমন্ত্রী নিহতদের প্রত্যেকের পরিবারকে তাদের জরুরি চাহিদা পূরণে সহায়তার জন্য এক লাখ টাকার চেক হস্তান্তর করেন। তিনি নিহতদের পরিবারের প্রয়োজনীয় শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন সদস্যদের চাকরি প্রদানেরও আশ্বাস দেন।

শোকাহত সদস্যরা এ দুঃখজনক ঘটনা বর্ণনাকালে বেগম জিয়া দৃশ্যত ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েন। ঘটনার দিন আওয়ামী সমর্থক উচ্ছৃংখল তরুণদের সন্ত্রাসী তৎপরতার ফলে নিরীহ ৪ ব্যক্তির প্রাণহানি ঘটে।

প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎকারীরা হচ্ছেন–

৭-এর পৃঃ ২-এর কঃ দেখুন

লুৎফর রহমান বীনু ॥ প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া গতকাল তার কার্যালয়ে কলারোয়ায় এসএসসি পরীক্ষার হলে নিহত ... পরিবারকে চেক প্রদান করেন

প্রধানমন্ত্রী

প্রথম পৃষ্ঠার পর

এসএসসি পরীক্ষার্থিনী শামসুন্নাহার লিপির পিতা আনোয়ারুল ইসলাম, শিক্ষিকা ফজিলাতুন্নেসার পিতা মোহর আলী, কলেজ ছাত্র হাবিবুর রহমানের মাতা মোসাম্মাৎ আছিয়া খাতুন এবং কলেজ ছাত্র আল-মামুনের মাতা আছিয়া খাতুন।

তারা প্রধানমন্ত্রীকে জানান যে, নিহতদের অধিকাংশ তৎকালীন ক্ষমতাসীন দলের সমর্থক হলেও শীর্ষ পর্যায়ের আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের চাপের কারণে এ ব্যাপারে কোন মামলা করা যায়নি। তারা বলেন, তাদের বিচারের দাবী শেখ হাসিনার আওয়ামী লীগ সরকার আমলে নেয়নি।

তারা বলেন, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় এই দুঃখজনক ঘটনার মামলা গ্রহণ করা হয় এবং মামলার কাজ ব্যাহত করার জন্য আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে তাদের ওপর হুমকি ও চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে। ভবিষ্যতে আর কখনো যাতে কোন পরীক্ষার্থী এ ধরনের ঘটনার শিকার না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখার জন্য তারা প্রধানমন্ত্রীকে অনুরোধ করেন।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে এ বছর ২৩ মার্চ যশোর বোর্ডের চেয়ারম্যানের পাঠানো এক পত্রে জানা যায়, কলেজের প্রধান ফটক বন্ধ করে একদল উচ্ছৃংখল যুবক ছাত্রীদের সোনার গহনা ছিনতাই এবং তাদের শ্লীলতাহানি করার সময় একজন পরীক্ষার্থিনী, একজন শিক্ষিকা এবং দু'জন কলেজ ছাত্র নিহত হয়।

শোকাহত পরিবারগুলোকে সান্ত্বনা দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আওয়ামী লীগ সরকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের বিস্তার ঘটিয়েছিল, কলারোয়ার ঘটনা তারই একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

সন্ত্রাস প্রতিরোধ এবং সবার জন্য শিক্ষাকে সহজলভ্য করার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে গৃহীত কয়েকটি পদক্ষেপের কথা উল্লেখ করে তিনি দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে সন্ত্রাসমুক্ত করার জন্য সকলের সহযোগিতা কামনা করেন।

শোকাহত পরিবারগুলো প্রধানমন্ত্রীকে আরো জানান যে, তারা সব সময় বিএনপি এমপি হাবিবুল ইসলামের সহযোগিতা পেয়ে আসছেন।

শিক্ষামন্ত্রী ডঃ ওসমান ফারুক, প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক সচিব হারিছ চৌধুরী ও মোসাদ্দেক আলী, শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী এহসানুল হক মিলন, শিক্ষা উপমন্ত্রী আবদুস সালাম পিন্টু, কলারোয়া থেকে নির্বাচিত সংসদ সদস্য হাবিবুল ইসলাম হাবিব, শিক্ষা সচিব শহীদুল আলম, যশোর শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান এবিএম এ সাত্তার এবং স্থানীয় বিএনপি নেতা আলতাফ হোসেন ও রফিকুল ইসলাম এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

এরআগে শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী এহসানুল হক মিলন কলারোয়া ট্রাজেডির সংক্ষিপ্ত বিব দেন।